দৈনিক ইত্তেফাক ৩।

তারিখ 23 AUG 1991
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে

১৮ শতাধিক বহিষ্কৃত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯১ সালের এইচ, এস, সি বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তবে পরীক্ষায়

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩টি শিক্ষা বোর্ডে প্রায় ১৮শত পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে বহিষ্কৃতের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। এই বোর্ডে ১ হাজার ২শত ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়। ঢাকা বোর্ডে প্রায় সাড়ে ৩শত এবং যশোর বোর্ডে প্রায় ২ শত পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

আমাদের পাবনা সংবাদদাতা জানান, পরীক্ষায় নকলে বাধা দেওয়ার কারণে পাবনা শহীদ বুলবুল কলেজের শিক্ষক আবুল আজিজ কতিপয়. তরুণ কর্তৃক প্রহৃত হন। তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। নীলফামারীতে ২০ জন এবং নলছিটিতে ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী পূর্বে প্রবেশপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারে নাই। এতদ-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নীলফামারী কিশোরীগঞ্জ কলেজ কেন্দ্রে ২০ মিনিট পর পরীক্ষা শুরু হয়। নলছিটি রওশন এরশাদ কলেজের প্রিন্সিপাল পলাতক রহিয়াছেন।

ঢাকা শিক্ষা বোড সূত্রে জানা যায়, মহানগরীর ২৪টি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিমন্ত্রী প্রফেসর একিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী নগরীর ৮টি কেন্দ্র পরিদশন করেন। মহানগরীর আদর্শ কলেজে ১ জন, শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজে ৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ইহছাড়া শরিয়তপুরে ৯ জন, রাজবাড়ীতে ৩ জন, মাদারীপুরে ১৩ জন, মুন্সীগঞ্জে ১০জন, মানিকগঞ্জে ৮জন, ময়মনসিংহে ২৭৬ জন, কিশোরগঞ্জে ৪জন, জামালপুরে ১৫ জন, টাঙ্গাইলে ৬ জন বহিষ্কৃত হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের দিনাজপুর জেলায় বহিষ্কৃতের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। এই জেলায় মোট ৩৪৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ইহাছাড়া এই বোর্ডে ঠাকুরগাঁওয়ে ৭৬ জন, পঞ্চগড়ে ২৩ জন, রংপুরে ১৪৩ জন, গাইবান্ধায় ২৩১ জন, কুড়িগ্রামে ৫১ জন, নীলফামারীতে ৪১ জন, রাজশাহীতে ২৮ জন, নবাবগঞ্জে ১৪ জন, নাটোরে ১৩ জন, নওগাঁয় ২০ জন, পাবনায় ১০ জন, বগুড়ায় ২৩০ জন, জয়পুরহাটে ১৩ জন বহিষ্কৃত হয়।

যশোর শিক্ষা বোর্ডে বহিষ্কৃতের সংখ্যা ১৯৪ জন। এই বোর্ডে ঝালকাঠিতে ৬৪ জন, বরিশালে ২৫ জন, পটুয়াখালীতে ৪ জন, মির্জাগঞ্জে ২ জন, কুষ্টিয়ায় ৬৯ জন, নড়াইলে ৩ জন, ঝিনাইদহ কে, সি কলেজে ১ জন, মেহেরপুর সরকারী কলেজে ৩ জন, পিরোজপুর সরকারী কলেজে ৩ জন, ভোলা সরকারী কলেজে ১ জন, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজে ১ জন, খুলনা বি,এল কলেজে ৪ জন, দৌলতপুর কলেজে ৬ জন, খুলনা এম, এম, সিটি কলেজে ১ জন, বাগেরহাট পিসি কলেজে ১ জন, মনিরামপুর কলেজে ১ জন, যশোর সিটি কলেজে ১ জন বহিষ্কৃত হয়।

ভাণ্ডারিয়া সংবাদদাতার ফোনঃ ভাণ্ডারিয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ২৩জন এইচএসসি পরীক্ষর্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কার করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার ১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি হইতে ২৭৬ জন বহিষ্কৃত হয়। তন্মধ্যে গফরগাঁও কেন্দ্র হইতে ১৮২ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

নীলফামারী সংবাদদাতা ফোনে জানান : কিশোরীগঞ্জ কেন্দ্রের ২০ জন পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র না আসায় তাহারা পরীক্ষা দিতে পারে নাই এবং কেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টি করে। ফলে ১০ মিনিট পরে পরীক্ষা শুরু হয়।

ঝালকাঠি সংবাদদাতার ফোনঃ নলছিটি উপজেলার রওশন এরশাদ কলেজের ৩২ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর আবেদনপত্র ও ব্যাংক ড্রাফট যশোর শিক্ষা বোর্ডে না পৌছায় তাহারা গতকাল বৃহস্পতিবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। কলেজ অধ্যক্ষ পলাতক।

ঠাকুরগাঁও জেলার ৬টি কেন্দ্র হইতে ৭৩ জন বহিষ্কৃত হয়।

রংপুর জেলার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি কেন্দ্র হইতে ১৪৩ জন বহিষ্কৃত হয়।

নীলফামারী জেলার ৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭টি হইতে ৪১জন, সিরাজগঞ্জের ১১টি কেন্দ্র হইতে ৪২ জন, জয়পুরহাট জেলার ৫টি কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি হইতে ১৩ জন।

নাটোর সংবাদদাতা জানান : নাটোরের ৭টি কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি কেন্দ্র হইতে ১২ জন বহিষ্কৃত হয়।

গাজীপুর জেলার ৮টি কেন্দ্রের ৬টি হইতে ৫৬ জন, শরীয়তপুরের ৪টি কেন্দ্র হইতে ৯ জন,

ফরিদপুরের ৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭টি হইতে ৩০ জন নরসিংদী জেলার ৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫টি হইতে ৩৭ জন, মীর্জাগঞ্জের সুবিধখালী কেন্দ্র হইতে দুইজন, ঝালকাঠির ৪টি কেন্দ্র হইতে ৬৪ জন, ও কুষ্টিয়া জেলার ১০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭টি হইতে ৬৯ জন বহিষ্কৃত হইয়াছে।

বরিশাল অফিস জানায় : জেলার ৮টি কেন্দ্র হইতে ২৫ জনকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। খুলনা অফিস জানায় : মহানগরীর ২টি কেন্দ্র হইতে ১২ জনকে বহিষ্কার করা হয়। বগুড়া সংবাদদাতা জানান : জেলায় মোট ২৩০ জন বহিষ্কৃত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম পত্রে ১৩৪ জন, দ্বিতীয় পত্রে ৯৬ জন।